সমকাল

0 2 FEB 2026

ইইউর সঙ্গে এফটিএ করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে বাংলাদেশ

সমকাল প্রতিবেদক

দেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের পরও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার বজায় রাখতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গতকাল রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য সচিব এসব কথা বলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্য লাভক্ষতি বিশ্লেষণ করে ইতোমধ্যে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চুক্তিটি হলে বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে লাভবান হবে। কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি গন্তব্য।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে মোট ৪৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে।

বর্তমানে বাংলাদেশ এলডিসি হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপির 'এভরিথিং বাট আর্মস' সুবিধার আওতায় অস্ত্র ছাড়া সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। এই সুবিধা এলডিসি থেকে উত্তরণের তিন বছর পর অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এরপর বাংলাদেশ জিএসপি প্লাস কাঠামোর আওতায় যাওয়ার যোগ্য হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জিএসপি প্লাস কাঠামোয় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এ সুবিধার আওতায় গেলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে গড়ে প্রায় ১২ শতাংশ শুল্ক আরোপের আশঙ্কা রয়েছে। সেটি হলে দেশের প্রধান রপ্তানি খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে যেতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

- এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুল্কমুক্ত সুবিধা ধরে রাখতে এই উদ্যোগ
- সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন অনুসারে, চুক্তিটি হলে বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে লাভবান হবে
- জাতীয় নির্বাচনের তিন দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করবে অন্তর্বর্তী সরকার

জিএসপি প্লাস কাঠামোর নিয়ম অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোনো দেশ থেকে যে পণ্য আমদানি করে, তার একটি পণ্যের অংশ যদি ইউরোপের মোট আমদানির ৯ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, তাহলে ওই পণ্য আর শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় না। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট তৈরি পোশাক আমদানির প্রায় ১৬ দশমিক ৫ শতাংশই বাংলাদেশ থেকে যায়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের সাম্প্রতিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সরকার উদ্বিগ্ন কিনা– এমন প্রশ্নের জবাবে গতকাল বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, এ নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। তিনি বলেন, তৈরি পোশাক খাতে সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে।

বাণিজ্য সচিব আরও জানান, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার একাধিক দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির উদ্যোগ নিয়েছে। জাপানের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি চুক্তি সই হওয়ার কথা রয়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং চলতি বছরের মধ্যেই চুক্তি সই হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাশাপাশি যেসব দেশে বাংলাদেশ বর্তমানে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়, তাদের কাছেও প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দ্রুত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরুর আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যেন বাংলাদেশের রপ্তানি বিশেষ করে তৈরি পোশাক যাতে ইউরোপীয় বাজারে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে পারে, সে জন্য এখনই প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

গতকাল রোববার ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশে ইউরোপীয় চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারপারসন নুরিয়া লোপেজের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠকে ইউরোপীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বাংলাদেশ-ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্য সম্পর্ক সহজ করা এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে জাপানের বাজারে বাংলাদেশের সাত হাজারের বেশি পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গেও একই ধরনের চুক্তি করতে চায় সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি ৯ ফেব্রুয়ারি

এদিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্টা শুল্ক বিষয়ে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি করতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। বাণিজ্য সচিব জানান, আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি চুক্তি সইয়ের সম্ভাব্য তারিখ পাওয়া গেছে। বর্তমানে পাল্টা শুল্কের হার ২০ শতাংশ থাকলেও তা কিছুটা কমতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

চুক্তি সইয়ের উদ্দেশ্যে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান ঢাকা ছাড়বেন। তারা প্রথমে জাপান যাবেন এবং সেখানে চুক্তি সইয়ের পর যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাবেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা

0 2 FEB 2026

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপো শুরু আজ

হালকা প্রকৌশল খাতে রফতানির বিপরীতে নগদ প্রণোদনা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রফতানি বাজারে বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল বা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে এ শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার হ্রাস, রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নগদ প্রণোদনা এবং সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ দেয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বাইশিমাস)।

রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান বাইশিমাস সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। এ সময় সংগঠনটির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আব্দুর রশিদ ও সহসভাপতি রাজু আহমেদসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া তিন দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপো ২০২৬' উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এ সময় বক্তারা জানান, বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ও কৌশলগত শিল্প খাত লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং। জাতীয় জিডিপিতে প্রায় ৩ শতাংশ অবদান রাখছে এ খাতটি। কৃষি, টেক্সটাইল, নির্মাণ, বিদ্যুৎ, অটোমোবাইল ও গৃহস্থালি যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন শিল্পের জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সরবরাহ করছে খাতটি। দেশের প্রায় ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের অভ্যন্তরীণ চাহিদার অর্ধেকই এ শিল্পের মাধ্যমে পূরণ হচ্ছে। বর্তমানে ৩ হাজার ৮০০ ধরনের যন্ত্রপাতি, প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ, সরঞ্জাম, ডাই ও ছাঁচসহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য দেশেই উৎপাদন করা হচ্ছে। তবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রপাতি আমদানিনির্ভর হওয়ায় দেশের হালকা প্রকৌশল সম্প্রসারিত হতে পারছে না।

> দেশের হালকা প্রকৌশল খাতকে প্রতিযোগিতামূলক ও রফতানিমুখী করতে বাংলাদেশ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপো ২০২৬-এর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বাইশিমাস)। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ৫০টির বেশি বুথে নির্মাণ ও প্যাকেজিং মেশিনারি, কৃষি যন্ত্র, বৈদ্যুতিক পণ্য, জুট ও টেক্সটাইল যন্ত্রাংশ, অটোমোবাইল কম্পোনেন্টস এবং ডাই-মোল্ডসহ উদ্ভাবনী পণ্য প্রদর্শন করবে

সংবাদ সম্মেলনে বাইশিমাস সভাপতি আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'বর্তমানে দেশে প্রায় ৫০ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি হালকা প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানে তিন লক্ষাধিক কর্মী কাজ করছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে সাড়ে ১২ বিলিয়ন ডলার রফতানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলছে দেশীয় এ খাত।'

তিনি আরো বলেন, 'আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত ডিজাইন, আন্তর্জাতিক মান ও পেটেন্ট সুরক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়া এ খাতের টেকসই উন্নয়ন ও রফতানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমিত। এজন্য কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক হ্রাস, নারী ও যুব শ্রমিকের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং ব্যাংক ঋণপ্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া দরকার।'

হালকা প্রকৌশল খাতে রফতানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরো কিছু প্রস্তাব ও নীতিগত পরামর্শ দিয়েছে বাইশিমাস। এগুলো হলো কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স সক্ষম করতে শিল্পনগরীতে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং জোন গড়ে তোলা; উচ্চমূল্যের ও রফতানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি ও গবেষণাভিত্তিক উদ্ভাবনে সরকারি সহায়তা, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে আধুনিক প্রযুক্তি স্থানান্তর ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, দেশে তৈরি যন্ত্রাংশ ও ডিজাইনের স্বত্ব সংরক্ষণে সহজ ও কার্যকর পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আজ বেলা ১১টায় রাজধানীর শহীদ আবু সাঈদ আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর উদ্বোধন করা হবে। দেশের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতকে প্রতিযোগিতামূলক ও রফতানিমুখী করতে আয়োজিত এ প্রদর্শনী প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

প্রদর্শনীতে নির্মাণ ও প্যাকেজিং মেশিনারি, কৃষি যন্ত্র, বৈদ্যুতিক পণ্য, জুট ও টেক্সটাইল যন্ত্রাংশ, অটোমোবাইল কম্পোনেন্টস, ডাই-মোল্ডসহ ৫০টির বেশি বুথে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উদ্ভাবনী পণ্য প্রদর্শন করবে। এছাড়া দুটি সেমিনারে বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা ও গবেষণা-উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হবে। এর মাধ্যমে দেশীয় শিল্প শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান তৈরি ও বাংলাদেশের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাত আন্তর্জাতিক বাজারে দৃশ্যমানতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা আয়োজকদের।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

কালবেলা

0 2 FEB 2026

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি ৯ ফেব্রুয়ারি

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত বিদ্যমান ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরও কমে আসার পাশাপাশি পোশাক খাতে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

গতকাল রোববার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব তথ্য জানান বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, আসন্ন চুক্তির আওতায় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাণিজ্য সচিব বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষিত ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আলোচনার মাধ্যমে গত ৩১ জুলাই ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। নতুন চুক্তিতে এই শুল্কহার আরও হ্রাস করাই বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য।

চুক্তির বিনিময়ে মার্কিন তুলা ব্যবহার করে বাংলাদেশে উৎপাদিত পোশাক যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা বা 'কিউমুলেশন বেনিফিট' পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানান তিনি। এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৫টি বোয়িং উড়োজাহাজ, জ্বালানি তেল (এলএনজি), গম ও তুলা আমদানির মাধ্যমে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বাংলাদেশ।

বাণিজ্য সচিব জানান, আলোচনায় বোয়িং বিমান কেনার বিষয়টি থাকলেও কোনো যুদ্ধবিমান বা সামরিক সরঞ্জাম কেনার চুক্তি এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

মাহবুবুর রহমান আরও বলেন, বর্তমানে বিশ্ববাণিজ্যে যেখানে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা মাত্র ১ দশমিক ৬ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের শক্তিশালী অবস্থানকেই তুলে ধরে।

বিশ্ববাণিজ্যে যেখানে ৩.৭ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা মাত্র ১ দশমিক ৬ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের শক্তিশালী অবস্থানকেই তুলে ধরে

মাহবুবুর রহমান, *বাণিজ্য সচিব*

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

The Financial Express

0 2 FEB 2026

URGENCY OF RETAINING TRADE PREFERENCES AFTER EXPIRY

CA directs opening FTA talks with EU

FTA to attract more European investment to BD, boost exports to western markets: EuroCham chief

Merchandise exports fetched Bangladesh **$48.28b** in 2024-25 and EU accounted for **$19.71b**

Bangladesh's exports are destined to face up to **12%** duty after LDC graduation and its transition period till 2029

Further reforms to improve BD business-investment climate stressed by EU side

EU intent on organising EU-BD Business Forum in 2026 - **EU envoy**

FE REPORT

Chief Adviser Prof Muhammad Yunus Sunday directed opening free-trade agreement (FTA) negotiations with the European Union forthwith to safeguard Bangladesh's trade preferences in its largest export market as the current duty-free access is set to expire.

The head of interim government stressed the urgency during a courtesy call by Nuria Lopez, Chairperson of the European Chamber of Commerce in Bangladesh (EuroCham), at the state guesthouse Jamuna in Dhaka.

Michael Miller, European Union's Ambassador in Bangladesh, took part in the meeting and discussion.

They discussed the need to accelerate European investment in Bangladesh, how to ensure smooth trade relations between Bangladesh and the EU, and the need for further reforms to improve the country's business climate.

They also discussed the upcoming elections and the deployment of international observers to monitor the polls.

Professor Yunus mentions that the Interim Government has recently concluded an Economic Partnership Agreement (EPA) with Japan, paving the way for duty-free access for more than 7,300 Bangladeshi products to the world's fourth-largest economy.

Bangladesh is preparing to hold similar negotiations with other countries, including the European Union, to ensure continued duty-free access for its products -- particularly readymade garments -- to the EU market for the foreseeable future, he told the EU side.

"The EPA with Japan has opened doors for us. It gives renewed hope for our exports. We definitely hope to sign an FTA with the EU to expand our market," the Chief Adviser said.

The EuroCham chairperson, Nuria Lopez, said Bangladesh needs to begin FTA negotiations urgently, as the country may lose its existing trade preferences in the EU -- its largest export destination -- after graduating from least-developed country (LDC) status.

She notes that an FTA would attract more European investment to Bangladesh, create jobs, and boost exports to advanced Western markets.

Lopez points out that India is signing an FTA with the EU, while Vietnam already has such an agreement, allowing both middle-income countries preferential access to the European market.

"We are advocating for an FTA. I will go to Europe to encourage private companies to invest in Bangladesh," she told the meet.

EU Ambassador Michael Miller said that the commercial relationship with Bangladesh would evolve after graduation but not before 2029.

He underlines EU's strong interest in bringing European investment and technology to Bangladesh -- an important market with a population of nearly 200 million. He also expresses EU readiness to organise an EU-Bangladesh Business Forum in 2026.

"We are looking for early political signals that EU companies will be encouraged to come and will enjoy a level playing field," he said during the trade discussion.

The Chief Adviser also emphasised the relocation of factories to Bangladesh, noting that European firms can take advantage of the country's large pool of skilled labour at competitive costs.

"We are building a free-trade zone. Our aim is to turn Bangladesh into a manufacturing hub for global businesses. We want more European investment in Bangladesh," he told the EU side.

Professor Yunus expressed satisfaction over the EU decision to deploy a large contingent of election observers to Bangladesh for the upcoming general election and referendum.

"It is important that EU election observers are here. It is a huge vote of confidence in revitalising our democracy," he said, adding that the overall picture of the election campaign is "very positive."

Lamiya Morshed, SDG Coordinator and Senior Secretary of the government, was also present at the meeting.

Merchandise exports earned Bangladesh US$48.28 billion in the last fiscal year (2024-

opening FTA talks with EU

FTA to attract more European investment to BD, boost exports to western markets: EuroCham chief

FE REPORT

Chief Adviser Prof Muhammad Yunus Sunday directed opening free-trade agreement (FTA) negotiations with the European Union forthwith to safeguard Bangladesh's trade preferences in its largest export market as the current duty-free access is set to expire.

The head of interim government stressed the urgency during a courtesy call by Nuria Lopez, Chairperson of the European Chamber of Commerce in Bangladesh (EuroCham), at the state guesthouse Jamuna in Dhaka.

Michael Miller, European Union's Ambassador in Bangladesh, took part in the meeting and discussion.

They discussed the need to accelerate European investment in Bangladesh, how to ensure smooth trade relations between Bangladesh and the EU, and the need for further reforms to improve the country's business climate.

They also discussed the upcoming elections and the deployment of international observers to monitor the polls.

Professor Yunus mentions that the Interim Government has recently concluded an Economic Partnership Agreement (EPA) with Japan, paving the way for duty-free access for more than 7,300 Bangladeshi products to the world's fourth-largest economy.

Bangladesh is preparing to hold similar negotiations with other countries, including the European Union, to ensure continued duty-free access for its products -- particularly readymade garments -- to the EU market for the foreseeable future, he told the EU side.

"The EPA with Japan has opened doors for us. It gives renewed hope for our exports. We definitely hope to sign an FTA with the EU to expand our market," the Chief Adviser said.

The EuroCham chairperson, Nuria Lopez, said Bangladesh needs to begin FTA negotiations urgently, as the country may lose its existing trade preferences in the EU -- its largest export destination -- after graduating from least-developed country (LDC) status.

She notes that an FTA would attract more European investment to Bangladesh, create jobs, and boost exports to advanced Western markets.

Lopez points out that India is signing an FTA with the EU, while Vietnam already has such an agreement, allowing both middle-income countries preferential access to the European market.

"We are advocating for an FTA. I will go to Europe to encourage private companies to invest in Bangladesh," she told the meet.

EU Ambassador Michael Miller said that the commercial relationship with Bangladesh would evolve after graduation but not before 2029.

He underlines EU's strong interest in bringing European investment and technology to Bangladesh -- an important market with a population of nearly 200 million. He also expresses EU readiness to organise an EU-Bangladesh Business Forum in 2026.

"We are looking for early political signals that EU companies will be encouraged to come and will enjoy a level playing field," he said during the trade discussion.

The Chief Adviser also emphasised the relocation of factories to Bangladesh, noting that European firms can take advantage of the country's large pool of skilled labour at competitive costs.

"We are building a free-trade zone. Our aim is to turn Bangladesh into a manufacturing hub for global businesses. We want more European investment in Bangladesh," he told the EU side.

Professor Yunus expressed satisfaction over the EU decision to deploy a large contingent of election observers to Bangladesh for the upcoming general election and referendum.

"It is important that EU election observers are here. It is a huge vote of confidence in revitalising our democracy," he said, adding that the overall picture of the election campaign is "very positive."

Lamiya Morshed, SDG Coordinator and Senior Secretary of the government, was also present at the meeting.

Merchandise exports earned Bangladesh US$48.28 billion in the last fiscal year (2024-25) and the EU accounted for 44.29 per cent or $19.71 billion.

Bangladesh's exports are destined to face up to 12-percent duty after LDC graduation and its transition period till 2029.

mirmostafiz@yahoo.com

nancial Express
FEB 2026

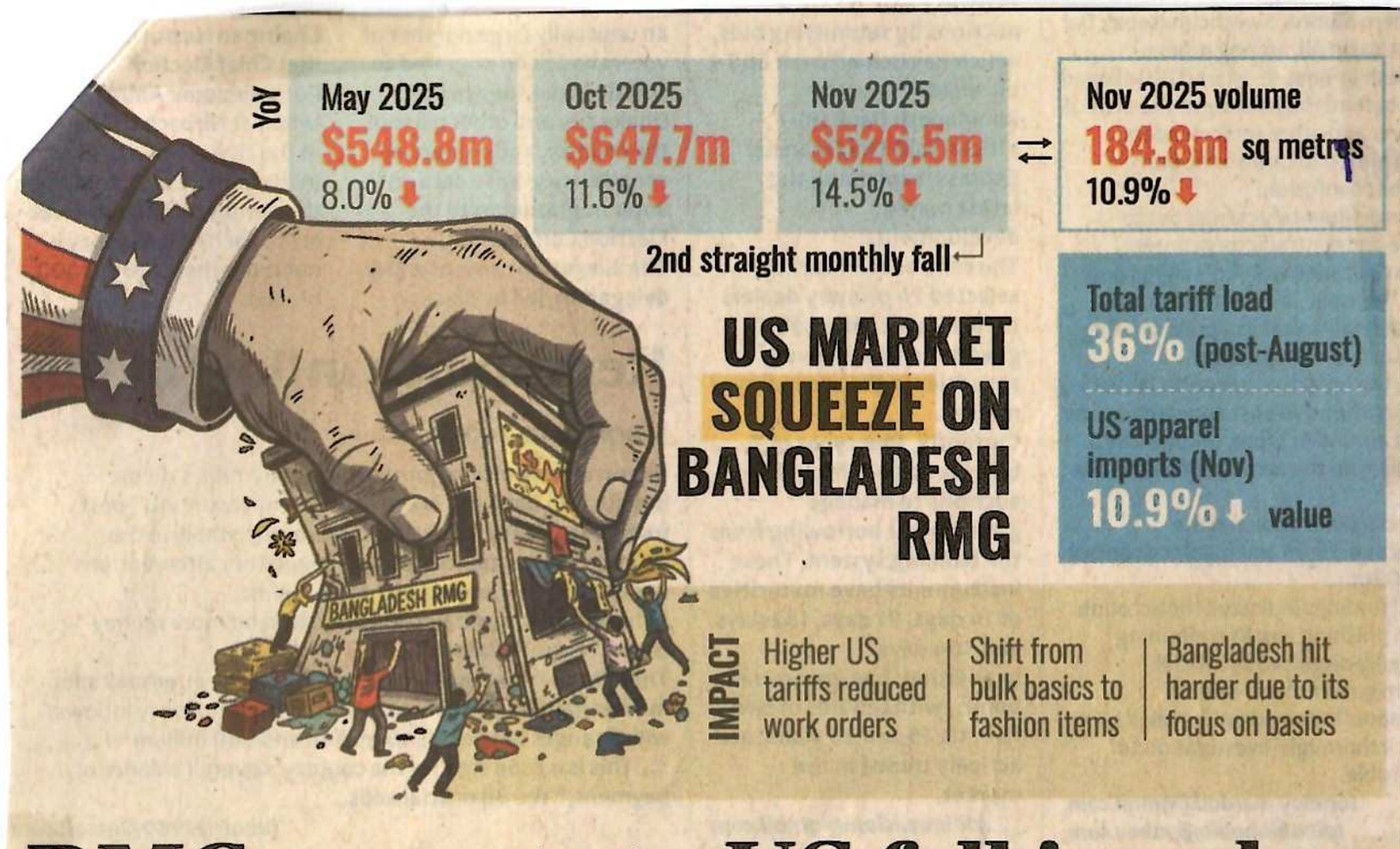

YoY

May 2025	Oct 2025	Nov 2025	Nov 2025 volume
$548.8m	$647.7m	$526.5m	184.8m sq metres
8.0% ↓	11.6% ↓	14.5% ↓	10.9% ↓

2nd straight monthly fall

Total tariff load
36% (post-August)

US apparel imports (Nov)
10.9% ↓ value

US MARKET SQUEEZE ON BANGLADESH RMG

IMPACT

- Higher US tariffs reduced work orders
- Shift from bulk basics to fashion items
- Bangladesh hit harder due to its focus on basics

RMG exports to US fall in value and volume amid higher tariffs

MONIRA MUNNI

Bangladesh's ready-made garment (RMG) exports to its largest destination, the United States, declined both in value and volume year on year in November 2025 as higher tariffs dampened demand and forced changes in work-order patterns.

Although overall apparel export growth during the January-November 2025 period still maintained double-digit expansion, shipments in November fell for the second consecutive month.

Exports declined by 14.51 per cent to US$526.51 million, down from $616.27 million in November 2024, according to the latest data from the Office of Textiles and Apparel (Otexa), published on January 28.

Bangladesh shipped 184.79 million square metres of garments in November 2025, down 10.91 per cent from 207.20 14.36 per cent in volume year-on-year, the data showed.

Meanwhile, US garment imports from Bangladesh slowed to 12.44 per cent growth, reaching $7.60 billion during the January-November 2025 period, compared with a 1.42 per cent negative growth in overall US apparel imports.

The US imported garments worth $71.90 billion during January-November 2025, down from $72.93 billion in the same period of 2024.

US garment imports from China declined by about 34 per cent to $10.06 billion from $15.24 billion during the first eleven months of 2024.

Vietnam retained its top position, registering 11.38 per cent growth to earn $15.34 billion during the January-November 2025 period.

India recorded over 6.06 per cent growth, earning $4.63 billion, while Cambodia posted the highest growth of from August, Bangladeshi apparel products are subject to an additional 20 per cent duty, taking the total tariff to 36 per cent.

Exporters noted that tariff rates are even higher for China and India, resulting in a sharper decline in exports from those countries.

Inamul Haq Khan, vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said US consumption has fallen due to high inflation, which has pushed up prices.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, said US buyers placed 10 to 20 per cent fewer work orders due to high tariffs, which have also eroded consumer demand. Besides, buyers are changing their order patterns, he said, adding that around 70 per cent, or Tk 20 billion, of his company's exports go to the US.

Earlier, buyers used to place bulk orders

Bangladesh's ready-made garment (RMG) exports to its largest destination, the United States, declined both in value and volume year on year in November 2025 as higher tariffs dampened demand and forced changes in work-order patterns.

Although overall apparel export growth during the January-November 2025 period still maintained double-digit expansion, shipments in November fell for the second consecutive month.

Exports declined by 14.51 per cent to US$526.51 million, down from $616.27 million in November 2024, according to the latest data from the Office of Textiles and Apparel (Otexa), published on January 28.

Bangladesh shipped 184.79 million square metres of garments in November 2025, down 10.91 per cent from 207.20 million square metres in the same month of 2024.

In October 2025, garment exports to the US declined by nearly 11 per cent to $647.73 million from $732.71 million a year earlier.

Earlier, in May 2025, exports fell to $548.84 million from $596.67 million in May 2024, according to data.

Overall US apparel imports in November declined by 10.87 per cent in value and

Meanwhile, US garment imports from Bangladesh slowed to 12.44 per cent growth, reaching $7.60 billion during the January-November 2025 period, compared with a 1.42 per cent negative growth in overall US apparel imports.

The US imported garments worth $71.90 billion during January-November 2025, down from $72.93 billion in the same period of 2024.

US garment imports from China declined by about 34 per cent to $10.06 billion from $15.24 billion during the first eleven months of 2024.

Vietnam retained its top position, registering 11.38 per cent growth to earn $15.34 billion during the January-November 2025 period.

India recorded over 6.06 per cent growth, earning $4.63 billion, while Cambodia posted the highest growth of 26.15 per cent.

Indonesia saw 9.80 per cent growth, earning $4.39 billion and $4.30 billion respectively, according to the data.

Exporters said all garment-producing countries, including Bangladesh, are facing the impact of the Trump administration's reciprocal tariff measures, as higher tariffs have reduced demand among US consumers.

Under the new US tariff regime effective

per cent duty, taking the total tariff to 36 per cent.

Exporters noted that tariff rates are even higher for China and India, resulting in a sharper decline in exports from those countries.

Inamul Haq Khan, vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said US consumption has fallen due to high inflation, which has pushed up prices.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, said US buyers placed 10 to 20 per cent fewer work orders due to high tariffs, which have also eroded consumer demand. Besides, buyers are changing their order patterns, he said, adding that around 70 per cent, or Tk 20 billion, of his company's exports go to the US.

Earlier, buyers used to place bulk orders for products of the same design. Now they make small changes in design, style or wash to make products more fashionable and raise prices to adjust for tariff costs, he explained.

"Tariffs have forced buyers to shift from general to fashion items," he said, adding that Bangladesh, which mainly produces basic items, has been hit hard.

However, Mr Islam expressed hope that buyers would start placing higher-volume orders after the election, noting that many remained in a "wait-and-watch" mode between July and September to assess the tariff impact.

He also said some orders from China and India, particularly for fashionable items, could shift to Bangladesh.

What exporters need now is a stable political government and banking support to boost exports, he added.

Syed Arefin, managing director of American & Efird (Bangladesh), said buyers made advance shipments by July 2025 to avoid higher tariffs, which might be another reason for the recent decline in export earnings, both in value and volume.

He said both value and volume need to be considered to better understand the impact of

tariffs. With the Christmas sales season ending, buyers' inventories are now close to depletion, and those who reduced purchasing earlier are expected to start placing new orders, he added.

Former Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) president Fazlul Hoque said a fall in quantity indicates that Bangladesh is not receiving the expected level of orders, as the overall market has experienced a downturn. Some orders may also have shifted to other countries such as Vietnam and India.

Due to high tariffs in India and China, both countries are aggressively exploring the EU market at lower prices, where Bangladesh has traditionally been strong, said ABM Shamsuddin, chairman of Hannan Group.

Bangladesh is facing stiff competition in the EU, and the situation could worsen after India signs a free trade agreement with the EU, he said. India will then enjoy duty-free access, while Bangladesh will face up to 12 per cent duty after its LDC graduation and the end of the transition period in 2029, he added.

munni_fe@yahoo.com

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

The Financial Express

0 2 FEB 2026

Textile, spinning firms witness Q2 slowdown

JASIM UDDIN

Weak global demand, falling yarn prices and rising costs squeeze profits

Bangladesh's leading textile and spinning companies saw business momentum weaken sharply in the October-December quarter, as subdued global demand, cautious buying by international apparel brands and persistent cost pressures took a toll on revenues and profits.

The typical a peak export season delivered uneven outcomes, with many firms reporting thinner margins and softer order books.

Quarterly disclosures to the Dhaka Stock Exchange (DSE) reveal year-on-year declines in revenue for almost all major listed textile firms in the second quarter of FY26, while profitability deteriorated markedly for several large players.

Falling yarn prices, muted export orders and higher operating costs combined to dampen performance, despite some stabilisation in cotton prices, industry insiders pointed out.

Among spinning companies, Malek Spinning Mills reported revenue of Tk 6.73 billion in the October-December quarter of FY26, down 6.0 per cent from Tk 7.13 billion a year earlier.

Its profit fell sharply by 37 per cent to Tk 318.5 million, compared with Tk 508.7 million in the same period of FY25.

In its disclosure, Malek Spinning said the cost of goods sold rose during the quarter as sales prices declined faster than raw material prices, while factory overheads increased.

The company also cited weaker export demand, which weighed on sales and gross profit and ultimately dragged down net earnings.

Square Textiles recorded a steeper contraction, with revenue falling 14 per cent year-on-year to Tk 5.80 billion. Its profit plunged by 93 per cent to Tk 27.7 million, from Tk 381.3 million in the corresponding quarter of the previous fiscal year.

Square Textiles said its net profit declined significantly due to lower yarn prices coupled with higher finance costs, as selling prices dropped more rapidly than input costs.

Envoy Textiles reported mixed operational trends during the quarter. While fabric exports rose 12 per cent, cotton yarn exports plunged by 65 per cent, pulling down overall revenue.

As a result, the company's revenue declined by 10 per cent year-on-year to Tk 4.12 billion.

Despite the revenue fall, Envoy Textiles managed to post marginal profit growth, with net profit rising slightly to Tk 350 million from Tk 347.9 million a year earlier.

Speaking to The Financial Express, company secretary M Saiful Islam Chowdhury said the firm has gradually shifted away from direct cotton yarn exports as in-house consumption increased.

Yarn exports, which once accounted for around 40 per cent of total production, have declined to about 20 per cent in the second half of the fiscal year, while overall yarn output has remained largely unchanged.

He said the shift supported the company's denim segment, which recorded 11.67 per cent growth.

Net profit after tax from the denim mill rose to around Tk 730 million during July-December of the current fiscal year, compared with about Tk 600 million in the same period of the previous fiscal year.

In the denim segment, Shasha Denims reported revenue of Tk 3.28 billion, down 4.0 per cent year-on-year, while profit dropped sharply by 65 per cent to Tk 39.5 million.

Shasha Denims attributed the profit decline mainly to higher costs of goods sold and lower selling prices, which significantly compressed gross margins.

The company said steady profit contributions from associate firms helped cushion the fall in net earnings.

Matin Spinning also highlighted the impact of falling yarn prices. The company said revenue declined despite higher sales volumes, as the average selling price per kilogram fell to $3.47 from $3.68.

Although cost efficiencies supported its gross margin, the weaker price environment weighed on overall profitability.

During the quarter, Matin Spinning Mills posted a 2.0 per cent fall in revenue to Tk 2.15 billion, while profit declined by 36 per cent to Tk 99.1 million.

Meanwhile, Fareast Knitting and Dyeing Industries reported revenue of Tk 2.01 billion, down 7 per cent year-on-year. Its profit nearly evaporated, plunging by 99 per cent to Tk 1.0 million from Tk 77 million in the same quarter of FY25.

Industry insiders said the sector's challenges extend beyond yarn price volatility. Production costs have risen by around 30 per cent over the past two years due to higher gas tariffs, wage hikes and irregular gas supply, eroding the competitiveness of local mills.

According to National Board of Revenue data, cotton yarn imports surged 39 per cent in 2024 to $2.28 billion, while fabric imports by knitwear factories rose 38 per cent to $2.59 billion, intensifying competition for domestic producers.

newsmanjasi@gmail.com

The Daily Star
0 2 FEB 2026

Govt to sign trade deals with US, Japan before polls

STAR BUSINESS REPORT

The interim government is preparing to finalise two significant trade agreements with the United States and Japan before the national polls, aimed at securing greater market access and protecting export revenue following its upcoming graduation from least developed country (LDC) status.

Speaking to The Daily Star yesterday, Commerce Secretary Mahbubur Rahman confirmed that the Economic Partnership Agreement (EPA) with Japan will be signed on February 6 in Tokyo, while discussions continue regarding the format of the US trade deal originally scheduled for February 9 in Washington.

Given that the 13th general election is set for February 12, leaving minimal working days, the US agreement may proceed virtually instead.

The anticipated US deal centres on duty-free market access for Bangladeshi garments manufactured using American cotton. Under the proposed terms, garment exporters who can demonstrate that 60-70 percent of their products are made with US-sourced materials such as cotton will be exempt from the 20 percent tariff on those components.

Secretary Rahman also suggested that the Donald Trump administration is considering reducing the reciprocal tariff rate from its current 20 percent level, though the exact reduction percentage remains undetermined. This concession follows months of bilateral negotiations.

FROM PAGE B1

Meanwhile, Commerce Adviser Sk Bashir Uddin and the ministry's trade negotiation team are travelling to Tokyo this week to sign what will be Bangladesh's first full-fledged trade agreement with a major partner.

The advisory council approved the EPA on January 22, establishing a framework for preferential trade benefits after Bangladesh transitions from LDC status in November.

"We are ready to sign the EPA with Japan on February 6, according to our previous announcement," Rahman said.

The agreement provides substantial market access benefits. Once it comes into effect, Japan will grant duty-free entry to 7,379 products representing 97 percent of Bangladesh's export basket, including key garment items. Bangladesh will reciprocate by offering duty-free access has committed to opening 97 sub-sectors across 12 service categories to Japan, while Japan will open 120 sub-sectors to Bangladesh. This framework is expected to encourage Japanese investment and facilitate technology transfer.

Japan currently stands as Bangladesh's largest Asian export market, with shipments approaching $2 billion annually, predominantly driven by garment demand. Last month, Japan confirmed it would extend duty-free market access for Bangladesh for three additional years through 2029.

These trade agreements represent critical components of Bangladesh's strategy to maintain export competitiveness after losing LDC privileges.

Research estimates suggest the country could face export losses of up to $8 billion annually once LDC-related benefits

before polls

STAR BUSINESS REPORT

The interim government is preparing to finalise two significant trade agreements with the United States and Japan before the national polls, aimed at securing greater market access and protecting export revenue following its upcoming graduation from least developed country (LDC) status.

Speaking to The Daily Star yesterday, Commerce Secretary Mahbubur Rahman confirmed that the Economic Partnership Agreement (EPA) with Japan will be signed on February 6 in Tokyo, while discussions continue regarding the format of the US trade deal originally scheduled for February 9 in Washington.

Given that the 13th general election is set for February 12, leaving minimal working days, the US agreement may proceed virtually instead.

The anticipated US deal centres on duty-free market access for Bangladeshi garments manufactured using American cotton. Under the proposed terms, garment exporters who can demonstrate that 60-70 percent of their products are made with US-sourced materials such as cotton will be exempt from the 20 percent tariff on those components.

Secretary Rahman also suggested that the Donald Trump administration is considering reducing the reciprocal tariff rate from its current 20 percent level, though the exact reduction percentage remains undetermined. This concession follows months of bilateral negotiations.

FROM PAGE B1

Meanwhile, Commerce Adviser Sk Bashir Uddin and the ministry's trade negotiation team are travelling to Tokyo this week to sign what will be Bangladesh's first full-fledged trade agreement with a major partner.

The advisory council approved the EPA on January 22, establishing a framework for preferential trade benefits after Bangladesh transitions from LDC status in November.

"We are ready to sign the EPA with Japan on February 6, according to our previous announcement," Rahman said.

The agreement provides substantial market access benefits. Once it comes into effect, Japan will grant duty-free entry to 7,379 products representing 97 percent of Bangladesh's export basket, including key garment items. Bangladesh will reciprocate by offering duty-free access to 1,039 Japanese products, phased in over 18 years.

Beyond goods, the EPA includes provisions for trade in services. Bangladesh has committed to opening 97 sub-sectors across 12 service categories to Japan, while Japan will open 120 sub-sectors to Bangladesh. This framework is expected to encourage Japanese investment and facilitate technology transfer.

Japan currently stands as Bangladesh's largest Asian export market, with shipments approaching $2 billion annually, predominantly driven by garment demand. Last month, Japan confirmed it would extend duty-free market access for Bangladesh for three additional years through 2029.

These trade agreements represent critical components of Bangladesh's strategy to maintain export competitiveness after losing LDC privileges.

Research estimates suggest the country could face export losses of up to $8 billion annually once LDC-related benefits expire, making preferential trade arrangements with major partners essential for sustaining economic growth.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

The Daily Star
0 2 FEB 2026

Early FTA talks with EU needed to maintain duty-free access

Says Chief Adviser Muhammad Yunus

STAR BUSINESS REPORT

Chief Adviser Muhammad Yunus yesterday called for an early start to free trade agreement (FTA) negotiations with the European Union (EU), stressing the need to safeguard trade preferences in Bangladesh's largest export market before the current duty-free access expires.

He made the remarks during a courtesy call by Nuria Lopez, chairperson of the European Chamber of Commerce in Bangladesh (EuroCham), at the state guest house Jamuna in Dhaka. EU Ambassador Michael Miller was also present.

During the meeting, Lopez said that Bangladesh needs to begin FTA negotiations urgently, as the country will lose its existing trade preferences after graduating from the least developed country (LDC) category.

She said that an FTA would attract more European investment, create jobs, and boost exports to advanced Western markets.

"We are advocating for an FTA. I will go to Europe to encourage private companies to invest in Bangladesh," she said.

In response, Yunus said that the interim government recently concluded an economic partnership agreement (EPA) with Japan, paving the way for duty-free access for over 7,300 Bangladeshi products to the world's fourth-largest economy.

Chief Adviser Professor Muhammad Yunus meets Nuria Lopez, chairperson of the European Chamber of Commerce in Bangladesh, at the state guest house Jamuna in Dhaka yesterday. PHOTO: PID

"The EPA with Japan has opened doors for us and given renewed hope. We are preparing to hold similar negotiations with other partners, including the EU, to ensure continued duty-free access, particularly for ready-made garments," the chief adviser said.

Ambassador Michael Miller clarified that while the commercial relationship will evolve post-graduation, changes will not take effect before 2029.

He expressed the EU's readiness to bring investment and technology to Bangladesh, a market of nearly 200 million people, and proposed organising an EU-Bangladesh Business Forum in 2026.

"We are looking for early political signals that EU companies will be encouraged to come and will enjoy a level playing field," Miller said.

Addressing the business environment, Yunus emphasised the relocation of factories to Bangladesh, citing the country's large pool of skilled labour at competitive costs.

"We are building a free trade zone to turn Bangladesh into a manufacturing hub. We want more European investment," he added.

The discussion also touched upon the upcoming general elections and referendum. Yunus expressed satisfaction over the EU's decision to deploy a large contingent of international observers to monitor the polls.

"It is a huge vote of confidence in revitalising our democracy," he said, describing the overall picture of the election campaign as "very positive."